প্রাচ ও সাথী

Huot Sarith

আমার নাম প্রাচ। আমি রাইং টোর প্রাইমারি স্কুলে, ক্লাস এ, চতুর্থ গ্রেডে পড়ি। আমার বাবা নম পেনে চাকরি করে। মা দূর গ্রামের এক প্রান্তে এক পরিবারে কাজ করে। কাজেই অধিকাংশ সময় আমি আমার দাদীর সঙ্গে বাড়িতে থাকি।

এবছর ডিসেম্বরের শুরুতে একটি ছেলে আমার সঙ্গে চাপাবাজি শুরু করে। সে প্রতিদিন আমার কাছ থেকে টাকা নেয়। সে ষষ্ঠ গ্রেডের ছাত্র, নাম সাথী। সে কাউকে কিছু বলতে মানা করেছে, নইলে সে আমাকে মারধর করবে। আমি বুঝতে পারছি না, কী করব।

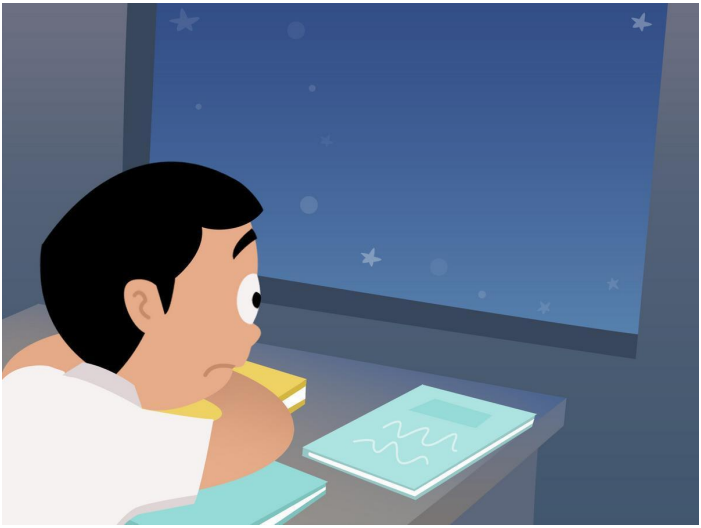

আমি হিতভম্ব। বাড়িতে মা আমাকে যে কাজ করতে দেয়ে সগেুলো করতে পারি না। স্কুলে পড়াশোনায় মনোযোগ আসে না। আমি সাধারণত মসি বরিামোর পড়া সহজে শখিে ফলেি।

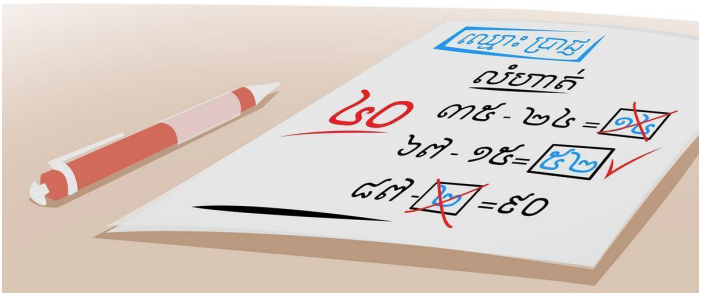

শক্ষিক লক্ষ করলনে যে জানুয়ারতি পরীক্ষায় আমি অনকে ভুল করছে, যা স্বাভাবকি নয়। সে আমাকে তার সঙ্গে দখো করতে বলছে। “প্রাচ, তোমার কী হয়ছে? তুমি প্রায় সব প্রশ্নরে উত্তর ভুল লখিছো কনে?” তনিি জজ্ঞিসে করনে। “কছিু হয়নি, মসি বরিামো,” আমি জবাব দইে।

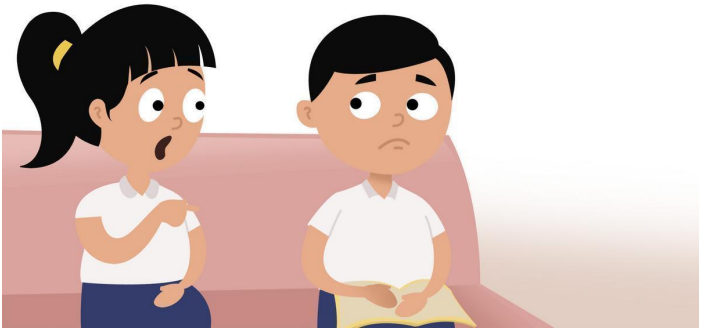

আমি সত্যি কথাটি বলতে পারলাম না কারণ আমার ভয় সাথী এতে রেগে গিয়ে আমাকে আঘাত করবে। কিন্তু মিস বেরিমো আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ভেটির সঙ্গে কথা বলছেন। ভেটি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে: “তোমার কী হয়েছে? শিক্ষক গতকাল তোমার ব্যাপারে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন।”

আমি জানি না মসি বরিমো কতদিন ধরে আমাকে লক্ষ করছেন। তিনি বললেন, “প্রাচ, ভটে আমাকে জানিয়েছে যে সাথী তোমার সঙ্গে চাপাবাজি করে এবং তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে। বলো, এটা কি সত্য?” আমার ভয় সাথী আমাকে আঘাত করবে। তাই আমি মিথ্যা বলি, “এটা সত্য নয়, মসি বরিমো!”

তনিি খুব রগেে রুম থকেে বরেয়িে যান। আমি দখেি তনিি সাথীর দকিে যাচ্ছনে। “সাথী, তুমি কনে প্রাচরে সঙ্গে চাপাবাজি করে◌ো আর ওর কাছ থকেে টাকা নাও?” তনিি জজ্ঞিসে করনে। “আমি তা করি না!” সাথী বস্ময়রে ভাব করে জবাব দয়ে। “যদি তুমি স্বীকার না করে◌ো, তবে স্কুল প্রন্সিপিালকে বলবে◌ো তে◌োমার বরিুদ্ধে ব্যবস্থা নতিে,” মসি বরিামে◌ো বলনে।

তার গম্ভীর ভাব। সাথী ফ্যাকাসে হয়ে যায়, কিন্তু তারপরও সে স্বীকার করে না। মিস বিরামো রেগে প্রশাসনিক ভবনের দিকে হেঁটে যান। তখন, সাথী আমার দিকে তেড়ে আসে। তার চেহারা দানবের মতো। আমি এতো ভয় পাই যে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে শিক্ষকের কাছে দৌড়ে যাই।

সাথী মুঠি শক্ত করে। সে ভীষণ রেগে আছে, কিন্তু শক্তিশালী সামনে আমাকে আঘাত করতে সাহস পায় না। “দেখো, সাথী! তুমি কেন প্রাচকে মারতে চাও?” স্কুলের প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করেন। “কারণ সে আমার নামে খারাপ কথা বলছে,” সাথী বলে। “প্রাচ, সাথী কি তোমার টাকা নিয়েছে?” প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করেন।

আমি আর ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমায় ভয়, আমি যদি সত্য কথাটি না বলি, সাথী আমাকে মারতে থাকবে। “হ্যাঁ, শিক্ষক! গত ডিসেম্বের থেকে সাথী প্রতিদিন আমার টাকা নিচ্ছে,” আমি বলি। “তুমি একজন মিথ্যাবাদী,” সাথী বলে। “আমি তোমার টাকা নিয়েছি। শিক্ষক, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না!” প্রিন্সিপাল বলেন, “যদি সত্য না বলো, তবে আমি তোমার গার্ডিয়ানকে ডাকবো। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। যদি প্রাচরে গায়ে কোনো আঘাত লাগে তবে তুমি তার জন্য দায়ী থাকবে। বুঝতে পারছো?”

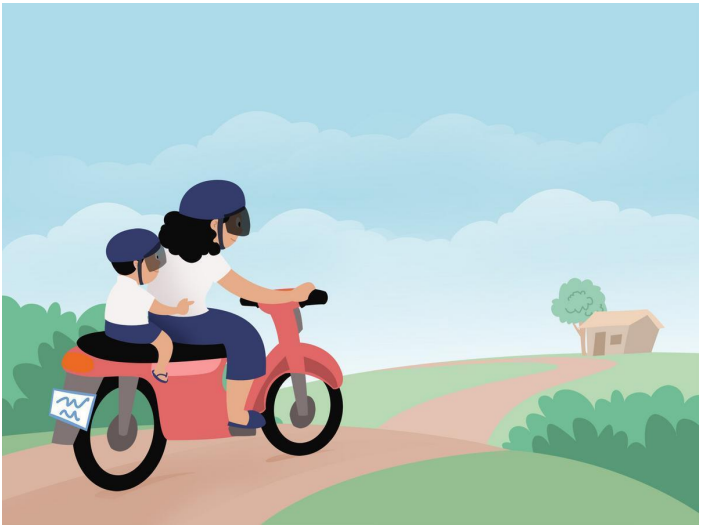

প্রনি্সিপাল সাথীর গার্ডয়িান এবং আমার মায়রে নকিট চঠিি লখিনে। মসি বরিামো আমাকে বাড়ি নয়িে আসনে এবং মায়রে হাতে চঠিি দনে। তনিি সাথীর অভভিাবকরে কাছওে চঠিি পৌঁছে দনে। সাথীদরে এবং আমাদরে বাড়ি কাছাকাছি। শক্ষিক ফরোর সময় আমাকে বললনে আমি যনে বাইরে না যাই কারণ আমাকে খুঁজতে পারে।

সকালে মা ও আমি প্রিন্সিপালের অফিসে যাই। সেখানে দেখি মিসি বিরামো, প্রিন্সিপাল এবং সাথীর শিক্ষক বসে আছেন। তারা আমাদের অপেক্ষা করছেন। “দয়া করে ভেতরে আসুন,” স্কুলের প্রিন্সিপাল আমার মাকে বললেন।

শীঘ্রই, সাথী ও তার বাবা আসলনে। সাথীর চহোরা স্বাভাবকিরে চয়েে অনকে ফ্যাকাসে লাগছ। আমার মা সাথী ও তার বাবাকে দখেে চমকে ওঠনে। প্রনি্সপিাল তখন চাপাবাজরি ঘটনা সবাইকে বর্ণনা করনে।

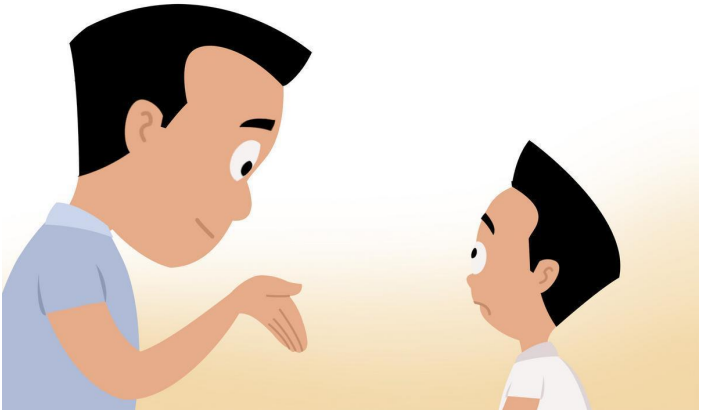

আমার মা শুনে হতবাক। সাথীর বাবা খুব রেগে যান। তার ছেলের এই কাজ করা উচিত হয়নি। তিনি কঠিন স্বরে ছেলেকে বললেন, “সাথী! সত্য কথা বলো। তুমি কি এই কাজ করেছো?”

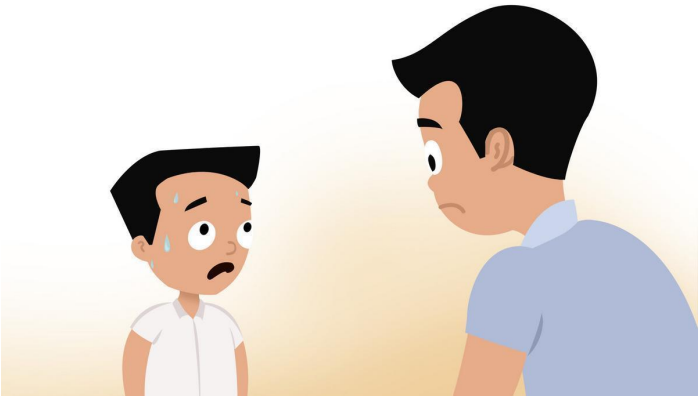

সাথীর ঠোঁট শুকনা। সে তোতলাতে থাকে: “কারণ আপনি আমার পুরনো পরীক্ষার খাতা তাকে দিয়েছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। এজন্য আমি এই কাজ করেছি।” তার বাবা বললেন, “ওগুলো ছিল তোমার পুরনো চতুর্থ গ্রেডের খাতা যেগুলো তোমার আর দরকার ছিল না। আমি তোমার চাচীকে এই খাতা দিয়েছি তার ছেলেকে দেখানোর জন্য, যাতে সে কিছু প্রশ্নের উত্তর মিলাতে পারে।”

“আমি সটো কভিাবে জানবে!” সাথী বলে, “আমি সবসময় শুনি আপনি ও চাচী প্রাচরে প্রশংসা করছনে। আপনারা বলনে, সে স্কুলরে কাজ খুব ভালোভাবে করে।” “এখন তো জানো,” পতিা বলনে, “এখনো কি প্রাচরে ওপর তোমার রাগ আছে?” সাথী বলে, “আমি দুঃখতি, বাবা! আমার ভুল হয়ছে।” “আমার কাছে তোমার দুঃখ প্রকাশ করার কছিু নইে,” তার বাবা বলনে, “দুঃখ প্রকাশ করো প্রাচ ও শক্ষিকদরে কাছে।
”

সাথী আমার ও শকি্ষকদরে কাছে ক্ষমা চায়। সকলে তাকে ক্ষমা করে দয়ে কারণ সাথী পড়াশোনায় সবসময় ভালো। সে এর আগে কোনো খারাপ কাজ করনে।ি মা মনে মনে কষ্ট পয়েছেনে। একজন তার নজিরে সন্তান, এবং আরকেজনকে তনিি ছোটকাল থকেে যত্ন করছেনে।

মায়রে কান্না দখেে সাথী বষিণ্ণ হয়ে যায়। সে-ও যে মাকে ভালোবাসে। সে মাকে সান্ত্বনা দয়িে বলে, “চাচী, দয়া করে কান্না বন্ধ করুন! আমি প্রতজ্ঞিা করছি যে আমি আর প্রাচরে সঙ্গে চাপাবাজি করবো না। আমি স্কুলে এখন থকেে তার যত্ন করবো।”

মা একথা শুনে খুব খুশি হলেন। তিনি সাথীকে ধন্যবাদ জানালেন এবং আমাকে বললেন: “এখন থেকে যদি স্কুলে তোমার কোনো সমস্যা হয়, তবে শিক্ষকদের জানাবে। আর বাড়িতে দাদী ও আমাকে জানাবে। কখনো গোপন রাখবে না। তুমি ভাগ্যবান যে ব্যাপারটা আরো বড় হওয়ার আগেই আমরা এর সমাধান করে ফেলেছি।”

স্কুলরে প্রনি্সপিালরে আর কোনো প্রশ্ন নইে, কনি্তু সাথীকে আর চাপাবাজি করতে নষিধে করে দলিনে। এরকম ঘটনা যদি আবার ঘটে, তবে স্কুল তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গরে জন্য সাজা দবে। মটিংিয়রে পর সাথীর বাবা এবং আমার মা বাড়তিে চলে যান। সাথী ও আমি যার যার ক্লাসে চলে যাই।

বিরতির সময়, সাথী আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে। এতে লেখা: “প্রাচ, আমি দুঃখিত। তোমার সঙ্গে চাপাবাজি করা উচিত হয়নি। আসলে তোমার কাছ থেকে আমি যে টাকা নিয়েছি তা এখনো আমার কাছে আছে। আমি খরচ করিনি। এই খামের ভেতের সেই টাকা।”

টাকা দখেে আমি খুশি হই। আমি গুণে দখেি, পুরো টাকা ওখানে। আমি ঠকি করি টাকাটা জমিয়ে রাখবো। ভটেওি খুশি কারণ সে অনকেদনি আমার সঙ্গে খলেনেি। আমি তোমাদরে আরো গল্প বলবো, কন্িতু আপাতত এখানইে শষে। এখন সকলরে কাছ থকেে বদিায় নচ্িছ।ি

Brought to you by

The Asia Foundation

Let's Read! is an initiative of The Asia Foundation's Books for Asia program that fosters young readers in Asia. booksforasia.org To read more books like this and get further information, visit letsreadasia.org .
Original Story Prach and Sathae, author: Huot Sarith . illustrator: Ouk Ratha. Published by The Asia Foundation, https://www.letsreadasia.org © The Asia Foundation. Released under CC BY 4.0.
This work is a modified version of the original story. © The Asia Foundation, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0.

For full terms of use and attribution, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/